ঝিনাইদহে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০, বাড়ি-ঘর ভাংচুর

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ফুরসন্দি গ্রামে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দু’পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। সেসময় ভাংচুর করা হয়েছে বেশ কয়েকটি ঘরবাড়ি।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানায়, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ওই গ্রামের শাহাবুল মোল্লা ও হায়দার মন্ডলের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো। সম্প্রতি দু-গ্রুপের মধ্যে বেশ কয়েকবার মারামারির ঘটনাও ঘটে।

এরই জের ধরে আজ বৃহস্পতিবার উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়। ভাংচুর করা হয় বেশ কয়েকটি বাড়িঘর। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। আহতদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

‎ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি সৈয়দ আল মামুন জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। বর্তমানে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

দর্শনা কেরু শ্রমিক ইউনিয়নের ভোটের দাবিতে দু-পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১২

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় কেরু শ্রমিক ইউনিয়নের ভোটের দাবিতে দু- পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে আহত ১২। এতে আহত হয় শ্রমিক আব্দুল মোতালেব (৫০), রবিউল ইসলাম (৪৮), সালাউদ্দীন (৩৫), উজ্জল(৪০), সাইফুল

ইসলাম মকুল(৫০)।

দর্শনা পৌর বিএনপি’র প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট (৫৫), হিরোক (৪৮), রাসেল উদ্দীন টগর (৫০) সহ কমপক্ষে ১০-১২ জন আহত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০ টায় দর্শনা কেরুজ শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম পিন্সের নেতৃত্বে পূর্বের কর্মসূচি অনুযায়ী নির্বাচনের দাবিতে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সমাবেশে নির্বাচন বন্ধের বিষয়ে কেরুর সাবেক সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ ও কেরুর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসানকে দায়ী করে স্লোগান দিতে থাকে।

এ সময় কেরুর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান সাবেক সভাপতি সবুজকে রাব্বিক হাসান তার অফিস কক্ষে ডাকেন। এ সময় সবুজ তার পরিষদের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ব্যাবস্থাপনা পরিচালকের অফিস কক্ষে প্রবেশ করলে তৈয়ব আলী ও মনিরুল ইসলাম পিন্সের সমাবেশ থেকে বেশ কিছু বহিরাগত উশৃংখল যুবক এমডির অফিস কক্ষে জোর পূর্বক ঢুকে পড়ে।

এ সময় চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক মোতালেবের সাথে বাক বিতন্ডা শুরু হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। এরপর শুরু হয় সাবেক সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ ও তৈয়ব ও পিন্স সংগঠনের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলতে থাকে। এ সময় পুলিশ ও সেনাবাহীনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এক পর্যায়ে সবুজ তার পরিষদের লোকজন নিয়ে অফিসে চলে যায়।

এরপরপরই তৈয়ব আলী ও পিন্স সংগঠনের শ্রমিকদের নিয়ে কেরুজ জেনারেল অফিসের সামনে বসে পড়ে অবস্থান নেয়। এবং নির্বাচনের দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে। এমডির কালো হাত ভেঙ্গে দাও গুড়িয়ে দেও।নির্বাচন না দিলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলা হবে।

গত সোমবার রাত থেকেই কেরু ক্যাম্পাসজুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন নির্বাচন না হওয়া এবং নেতৃত্ব সংকটের কারণে শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়।

বর্তমানে কেরু ক্যাম্পাস এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। যেকোন সময় রক্তক্ষয়ীর সংঘর্ষ ঘটতে পারে। এ ঘটনায় দর্শনা কেরুজ ব্যাবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান বলেন, আমি সব কিছু সদর দপ্তরকে জানিয়ে

দিয়েছি। তারা সিদ্ধান্ত দিলে আমি আন্দোলনকৃত শ্রমিকদের জানাবো। এ বিষয়ে দর্শনা থানার ওসি তদন্ত সুলতান মাহমুদ বলেন, আমরা সব সময় আইন শৃংখলা বজায় রাখার জন্য যা যা দরকার আমরা তাই করবো।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সাবেক সভাপতি ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম পিন্স বলেন, আগামী বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের দাবি না মানলে আবার সকাল ১০ টা থেকে লাগাতার কর্মসূচী দেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় ইজিবাইকের সঙ্গে মোটরসাইকেল সংঘর্ষ, আহত ৪

আলমডাঙ্গার নওদাপাড়া নতুন ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন আহত হয়েছেন।

জানা গেছে, সরজগঞ্জ জলীবিলে গ্রামের বাসিন্দা তোতা মিঞা তার স্ত্রী তানিয়া খাতুনের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে পরিবারের চারজনকে নিয়ে অটোরিকশায় করে কুষ্টিয়ায় যাচ্ছিলেন। নওদাপাড়া নতুন ব্রিজ সংলগ্ন স্থানে পৌঁছালে একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে।

মোটরসাইকেল চালক আমিরুল ইসলাম আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের দুর্লভপুর গ্রামের মৃত কুদরত আলির ছেলে। দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল চালকের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আব্দুল আলিমের স্ত্রী পলি খাতুন, মেয়ে চম্পা খাতুন, ছেলে তোতা মিঞা ও তার স্ত্রী তানিয়া খাতুন।

আহতদের আলমডাঙ্গা ফাতেমা ক্লিনিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এরপর তোতা মিঞা ও তার স্ত্রী তানিয়া খাতুনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অন্য দুইজন, পলি খাতুন ও চম্পা খাতুনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

মেহেরপুর–কুষ্টিয়া মহাসড়কে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে যুবক নিহত, আহত ৪

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে তাসিম (২১) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে মঠমুড়া ইউনিয়নের আকুবপুর গ্রামে মোজাম্মেল হকের বাড়ির সামনে মেহেরপুর–কুষ্টিয়া মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তাসিম কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার হিদিরামপুর গ্রামের আঃ লতিফের ছেলে।

আহতরা হলো-কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার হিদিরাম গ্রামের রমজান আলীর ছেলে আকাশ (২০), একই গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে রাজা (২০) পিতা- মিজানুর রহমান ও কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার মহিশকুন্ডি মিস্ত্রিপাড়ার মোটরসাইকেল চালক খোকনের ছেলে জিসান (২২) এবং তার সাথে থাকা আরও একজন অজ্ঞাত যুবক।

স্থানীয়রা জানান, আকাশ (২০), রাজা (২০) সহ চারটি মোটরসাইকেল খলিষাকুন্ডি থেকে বামন্দী পর্যন্ত রেস করতে করতে আসছিল। তারা একটি বাসকে ওভারটেক করার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা মোটরসাইকেলের সঙ্গে তাদের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বিপরীত দিকের মোটরসাইকেলটি চালাচ্ছিলেন জিসান (২২)। তাঁর সঙ্গে ছিলেন, কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার মহিষাকুন্ডি মিস্ত্রিপাড়ার আরো এক অজ্ঞাত যুবক।

হৃদয়বিদারক এ সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান তাসিম। আহত হন আকাশ, রাজা, জিসান ও অজ্ঞাত যাত্রী। স্থানীয়রা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। চারজনই বর্তমানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে।

এলাকার মানুষ অভিযোগ করে বলেন, মহাসড়কে মোটরসাইকেলের রেসিং প্রায় নিয়মিতই ঘটে; কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি প্রতিনিয়ত বাড়ছে।

গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরাইল জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ঘটনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

গাংনীতে মোটরসাইকেল-ট্রলি সংঘর্ষে তিন যুবক আহত

গাংনীর নওপাড়া বাজারে ট্রলির সঙ্গে দ্রুতগতির মোটরসাইকেলের ধাক্কায় তুহিন আলী, ইমন ও সাব্বির হোসেন নামের তিন যুবক আহত হয়েছেন। আহত তিনজনের বাড়ি একই গ্রামের নওপাড়া।

আজ বুধবার সন্ধ্যায় নওপাড়া বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, তুহিন, ইমন ও সাব্বির একটি মোটরসাইকেলে করে দ্রুতগতিতে বাজার পার হচ্ছিলেন। এসময় সামনে থাকা একটি ট্রলির সঙ্গে জোরালো ধাক্কা লাগলে তিনজনই রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন।

দর্শনায় বিলবোর্ড ভাঙাকে কেন্দ্র করে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত ১০

চুয়াডাঙ্গার দর্শনার কামারপাড়া গ্রামে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থীর বিলবোর্ড ভাঙাকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও

জামায়াতের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের মোট ১০ জন আহত হয়েছেন। ঘটনার পর উভয় পক্ষই দর্শনা থানায় পাল্টাপাল্টি অভিযোগ দায়ের করেছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে বিএনপি ও জামায়াত নেতারা থানায় পৃথক অভিযোগ করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার গভীর রাতে ধানের শীষের প্রার্থীর একটি বিলবোর্ড ভেঙে জামায়াত নেতা খাজার চায়ের দোকানের পাশে গর্তে ফেলে দেয় অজ্ঞাত ব্যক্তিরা। মঙ্গলবার সকালে বিএনপি নেতাকর্মীরা ঘটনার জন্য জামায়াত নেতা খাজাকে দায়ী করলে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে।

পরবর্তীতে বিষয়টির মীমাংসার জন্য বেলা ১১টার দিকে স্থানীয় এক মোড়ে দুই পক্ষই সমবেত হয়। একপর্যায়ে সেখানে তর্কাতর্কি থেকে সংঘর্ষে রূপ নেয়। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হন। স্থানীয়রা আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেন।

এই ঘটনায় বিএনপি নেতা আজিজুল ইসলাম বাদী হয়ে ১১ জনের নাম উল্লেখ করে দর্শনা থানায় লিখিত অভিযোগ জমা দেন। কিছুক্ষণ পর জামায়াত নেতা খাজাও ৮ জনকে আসামি করে আরেকটি অভিযোগ দাখিল করেন।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) সুলতান মাহমুদ বলেন, উভয় পক্ষের অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্তসাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আফগানিস্তান সীমান্তে সংঘর্ষ, ১১ পাকিস্তানি সেনা নিহত

আফগানিস্তান সীমান্তে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ায় অস্ত্রধারীদের গুলি ও বোমা হামলায় সেনাবাহিনীর দুই কর্মকর্তাসহ ১১ সদস্য নিহত হয়েছেন। ঘটনার দায় স্বীকার করেছে নিষিদ্ধ জঙ্গি

গোষ্ঠী তেহরিক-ই তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)।

পাকিস্তানের এক নিরাপত্তা কর্মকর্তার বরাত দিয়ে আল জাজিরা জানায়, ওরাকজাই জেলার আফগান সীমান্ত এলাকায় আগে থেকেই টিটিপির সন্ত্রাসীরা ওঁত পেতে ছিলো। সামরিক বাহিনীর গাড়িটি কাছাকাছি আসলে ব্যাপকভাবে গুলিবর্ষণ শুরু করে তারা।

বন্দুক হামলার কিছুক্ষণের মধ্যেই সড়কে পুঁতে রাখা একটি বোমারও বিস্ফোরণ ঘটায় সন্ত্রাসীরা। এতে দুই কর্মকর্তাকে বহনকারী একটি গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। বাকি সেনা সদস্যদের বহনকারী আরেকটি গাড়িও এসময় হামলার শিকার হয়।

এক বিবৃতিতে পাকিস্তান সেনবাহিনীর আন্তঃসংযোগ দফতর আই.এস.পি.আর জানিয়েছে, হামলার শিকার সেনা কর্মকর্তা ও সদস্যরা একটি অভিযান শেষ করে ফিরছিলেন। যে অভিযানে টিটিপির ১৯ জন নিহত হয়। ওই অভিযানের জবাবে সেনা সদস্যদের গাড়ি বহরে হামলা চালায় সন্ত্রাসী গোষ্ঠীটি।

সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের প্রতি শোক জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ। সেখানে নিরাপত্তাবাহিনীর সাহসিকতার প্রশংসাও করেছেন তিনি।

সূত্র : যুগান্তর।

আলমডাঙ্গায় ফারায়েজ সম্পত্তি ক্রয়কে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, প্রতারণার অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি গ্রামে ফারায়েজ সম্পত্তি ক্রয়কে কেন্দ্র করে মারধর ও প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে।

জানা গেছে, গতকাল রবিবার সকাল ১১টার দিকে ভুক্তভোগী মিঠু আলী ও

তাঁর চাচাতো ভাই সৌখিন স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানান। তাঁরা বলেন, বেলগাছি ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের দুই ভাই নজরুল ইসলাম ও ওহিদুল ইসলাম এবং তাঁদের চার বোন রাবিয়া খাতুন, বেগম, সোনাভানু ও ফিলাকা খাতুন এর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ফারায়েজ সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ চলছিল।

পরিবারের অভ্যন্তরীণ সমঝোতার অংশ হিসেবে চার বোনের অংশ ১২ লাখ টাকায় দুই ভাইয়ের কাছে বিক্রির সিদ্ধান্ত হয় এবং সেই অনুযায়ী বোনেরা অগ্রিম অর্থও গ্রহণ করেন। তবে সম্প্রতি বড় বোন রাবিয়া খাতুনের মৃত্যুর পর একই গ্রামের দুলু মিয়া গোপনে ও প্রতারণার মাধ্যমে দুই বোন ও এক ভাগ্নের কাছ থেকে ওই সম্পত্তি ক্রয় করে নিয়েছেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

লিখিত অভিযোগে বলা হয়, দুলু মিয়া বেলগাছি মৌজার আরএস খতিয়ান নং ২৫-৭৮৫২, দাগ নং ১৬৭৩৯, ১৬৫২৪ ও ১৬৫২৫ মোট ১৬.৮৪ শতক জমি স্থানীয় বেগম, ওল্টু, মন্টু, বিলকিছ, রেশমা ও ইকবালের কাছ থেকে ক্রয় করেন। তবে ওই জমি বাস্তবে ভুক্তভোগী মিঠু ও সৌখিনের দখলে রয়েছে।

মিঠু আলী জানান, শনিবার সকালে তাঁরা জমি বিক্রির বিষয়ে সত্যতা যাচাই করতে গেলে দুলু মিয়া ও তাঁর লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁদের ওপর হামলা চালায়। কিল-ঘুষি ও লাঠিসোটা দিয়ে মারধর করে আহত করা হয় এবং অশালীন গালাগালসহ হত্যার হুমকি দেওয়া হয়।

স্থানীয়দের বরাতেও জানা যায়, এর আগে দুলু মিয়া বেলগাছি পূর্বপাড়ায় মৃত সৈয়দ মণ্ডলের ছেলে ইদু ও মৃত ওমর আলীর ছেলে ফকির চাঁদের জমি প্রতারণার মাধ্যমে ক্রয় করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

ভুক্তভোগীরা বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে পৈতৃক সম্পত্তি ভোগদখল করে আসছি। দুলু মিয়ার এই গোপন লেনদেন আমাদের ন্যায্য অধিকারে আঘাত করেছে। আমরা প্রতারণা ও অবৈধ ক্রয়ের বিচার দাবি করছি।

এ ঘটনায় স্থানীয়ভাবে উত্তেজনা বিরাজ করছে। তবে পুলিশ এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ পায়নি বলে জানা গেছে।

ঝিনাইদহে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে ১৫ জন আহত

ঝিনাইদহে সামাজিক আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন।

সোমবার (৩ নভেম্বর) সকালে সদর উপজেলার কলামনখালী বাজারে এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে জেলা বিএনপি সহ-সভাপতি ও কলামনখালী গ্রামের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদ চৌধুরী এবং বিএনপি নেতা মাসুদ জোয়ার্দারের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলছিল। বেশ কয়েকদিন যাবত কলামনখালী গ্রামে উভয় পক্ষের লোকজনের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। এর জের ধরে সোমবার সকালে উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে আসাদ চৌধুরীর ৮ জন এবং মাসুদ জোয়ার্দারের পক্ষের ৭ জনসহ উভয় পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হন।

আহতদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে ৪ জনের অবস্থা গুরুতর। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, সামাজিক আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা কেশবপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদী ইউনিয়নের কেশবপুর গ্রামে একটি মালিকানাধীন বিল (জলাশয়) নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। গত ২১ অক্টোবর রাত ১১টার দিকে দফায় দফায়

সংঘটিত এই রক্তাক্ত সংঘর্ষে নারীসহ উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন গুরুতর আহত হন।

আহতদের মধ্যে মজিবুল ও কোরবান নামে দু’জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিরা স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কেশবপুর গ্রামের বর্তমান মেম্বার ও হারদী ইউনিয়ন কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক মনসুর আলী চেংগিস প্রায় তিন বছর আগে প্রায় ৭০ জন স্থানীয়ের কাছ থেকে ১০ বছরের চুক্তিতে একটি পরিত্যক্ত বিল লিজ নিয়ে মাছ চাষ করে আসছিলেন এবং প্রতি বছর নিয়মিত লিজের টাকা পরিশোধ করতেন।

তবে স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গেছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সরকারের পরিবর্তনের পর বিএনপি-সমর্থিত একটি গ্রুপ বিলটির মালিকানা দাবি করে। তারা মনসুর আলী চেংগিস মেম্বারের লিজ চুক্তি অস্বীকার করলে উভয় পক্ষের মধ্যে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এ নিয়ে একাধিকবার স্থানীয়ভাবে সালিশ-বৈঠক হলেও কোনো সমাধান আসেনি।

মঙ্গলবার রাতে মনসুর আলী চেংগিস মেম্বারের অনুসারীরা বিএনপি-সমর্থিতদের ওপর সশস্ত্র হামলা চালায় বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগকারীদের দাবি, হামলাকারীরা রামদা, ফালা, ছুরি ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে নির্বিচারে কুপিয়ে অন্তত ১০ জনকে রক্তাক্ত জখম করে।

আহতদের পরিবার ও এলাকাবাসীর অভিযোগ অনুযায়ী, হামলায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন হারদী ইউনিয়ন কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক মঞ্জিল হক, আওয়ামী লীগ নেতা ও মেম্বার মনসুর আলী চেংগিস, ডালিম, কুদ্দুস জোয়ার্দার, সামসুল, আয়ুব, এলাকায় চিহ্নিত মাদক ও অস্ত্র ব্যবসায়ী ইমাদুল, বিস্কিট, চেংগিস মেম্বারের ছেলে ছানিম ও তানিম।

এই রক্তাক্ত হামলার পর পুরো কেশবপুর গ্রামে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয়রা জানান, “বিলের মালিকানা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল। পূর্বে কখনো মাছে বিষ প্রয়োগ, কখনো পাটের জাগ দিয়ে বিল নষ্ট করার মতো ঘটনা ঘটলেও এবার তা সরাসরি রক্তাক্ত সংঘর্ষে রূপ নিয়েছে।”

আহতদের মধ্যে মজিবুল ও কোরবানকে গুরুতর জখম অবস্থায় দ্রুত কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। বাকিরা

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [